চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার দুজন শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নারী কেলেঙ্কারী ও সভাপতির স্বাক্ষর জালসহ বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসার দুজন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (১৯ মার্চ) সাময়িক বরখাস্ত হওয়া দুজন শিক্ষক তাদের স্বাক্ষর করে পত্র দুটি গ্রহণ করেছেন বলে ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মীর মুহাম্মদ জান্নাত আলী জানিয়েছেন।

এদের মধ্যে কামিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিনের বিরুদ্ধে চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গ, নারী কেলেঙ্কারী ও সভাপতির স্বাক্ষর জাল করা এবং সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে চাকরির শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি ২৮ ফেব্রুয়ারী বুধবারে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সাময়িক বরখাস্তের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০২৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টার দিকে কামিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিনএবং সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিন মাদ্রাসার অধ্যক্ষের কক্ষে এসে বিধিমোতাবেক শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার বিরোধিতা করে অধ্যক্ষের সঙ্গে অসদাচরণ ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন।

এসময় মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) মো. আবুল হাশেম ও প্রভাষক (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান) মো. মাসুদুর রহমান প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা প্রতিবাদী দুজন শিক্ষককে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে রক্তাক্ত করেন এবং প্রাণনাশের হুমকি দেন। এছাড়া সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ও বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার জেলা প্রতিনিধি ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিনের বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারী ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দারের স্বাক্ষর জাল করে উচ্চতর বেতনের আবেদন করার বিষয় প্রমাণিত হয়। এসব বিষয়ে অভিযুক্ত দুজন শিক্ষককে

দু’দফা কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়া হলেও তারা সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যার্থ হন। একই সঙ্গে সহকারী শিক্ষক (কৃষি শিক্ষা) ওয়াহিদ মোহাঃ রাশেদীন আমিন দ্বিতীয় দফায় পাঠানো শিক্ষক লাঞ্ছনা এবং নারী কেলেঙ্কারী ও সভাপতির স্বাক্ষর জালিয়াতি নোটিশের কোনো জবাব দেননি।

এ কারণে চুয়াডাঙ্গা কামিল মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সভায় ওই দুজন শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারা হয়।

কেরুজ চিনিকলের ট্রাক ড্রাইভার আব্বাস উদ্দিন সাময়িক বরখাস্ত

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের পরিবহন বিভাগের ট্যাংকলরী ড্রাইভার আব্বাস উদ্দিনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। নাটোর সুুগার মিল হতে দর্শনা কেরুজ চিনিকলে আনা চিটাগুড়ে পানি মিশ্রিতর অপরাধে তাকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

সে কেরুজ চিনিকল পরিবহন বিভাগের ট্যাংকলরী চালক। আজ সোমবার তাকে কেরুজ প্রশাসন বিভাগ বরখাস্ত করে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের পরিবহন বিভাগের (ঢাকা মেট্রো-ঢ-১১-০৩৬১) নম্বরের একটি ট্রাংকলরী নাটোর চিনিকল হতে চিটাগুড় ভর্তি করে কেরুজ চিনিকলে আনেন। ট্যাংকলরীর ট্যাংকের মধ্যে থাকা চিটাগুড় কেরুজ চিনিকলের হাউজে ঢালার সময় চিটাগুড়ে ভেজাল ও পানিমিশ্রিত সন্দেহ দেখা দেয় কেরুজ কর্মকর্তাদের চোঁখে। এমন সন্দেহে ট্যাংকলরী হতে চিটাগুড় আনলোড বন্ধ করে দেওয়া হয়। গত পরশু রোববার সকালের দিকে কেরুজ চিনিকলের জেনারেল অফিসের সামনের চিটাগুড় রক্ষিত হাউজে এ ঘটনা ঘটে। এরপর থেকে চিটাগুড় সহ ট্রাকটি হাউজের পাশে ট্রাক লোড পয়েন্টের উপর পড়ে থাকে। এ ঘটনায় কেরুজ প্রশাসন বিভাগ ট্রাংকলরী ড্রাইভার আব্বাস উদ্দিনকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

কেরুজ চিনিকলের মহা-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ইউছুফ আলী বলেন,

চিটাগুড় বহনকারী পরিবহন বিভাগের ট্রাংকলরী চালক আব্বাস উদ্দিনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে নিয়ম অনুযায়ী সকল ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সাময়িক বরখাস্ত কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ

কোটচাঁদপুর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রশিদকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়,উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন রতন মিয়া। তিনি নভেম্বর মাসে বদলি হন। এ কারনে পদশুন্য হয়ে যায়। এরপর গেল ১৩ নভেম্বর আব্দুর রশিদ কোটচাঁদপুরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন।

আব্দুর রশিদ এর আগে কুষ্টিয়া কুমারখালি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ওই সময় ওই কর্মকর্তার নামে কুষ্টিয়ার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে বিশেষ মামলা করেন দুর্নীতি দমন কমিশন। মামলা নাম্বার -৮/২০২১। দুদকের ওই মামলায় আব্দু রশিদকে কোটচাঁদপুর মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা থেকে সরকারি চাকুরি আইনে-২০১৮ এর ৩৯(১) এর ধারা অনুযায়ী গেল ৬ ডিসেম্বর সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বর্তমানে কোটচাঁদপুরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্বে রয়েছেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম।
তিনি বলেন,আব্দুর রশিদ কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বে থাকা কালিন সময় দুদকের মামলা

হয়। ওই মামলায় তিনি সাময়িক বরখাস্ত হয়েছেন। বর্তমানে আমি কোটচাঁদপুরে অতিরিক্ত দায়িত্বে আছি ।